R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
স্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯৩ সাল। ১৩ই আগষ্ট, ১৯৮৬ সাল। | নগদ মূল্য : ৩০ পয়সা বার্ষিক ১৫৲ টাকা

সমাজবিরোধী ও পুলিশ গ্রামের বাতাসে আতঙ্ক এনেছে

বিশেষ প্রতিবেদক : ফরাক্কা থানার বিভিন্ন গ্রামের মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে দিশাহারা। আমাদের সংবাদপত্রে এবং থানার গ্রামগুলির অসহায় অবস্থা ও পুলিশী অব্যবস্থার কথা বারবার প্রকাশ করে প্রতিকার চেয়েছি। চেয়েছি পুলিশ প্রশাসনের ঘুম ভাঙ্গাতে। কিন্তু সম্প্রতি হোসেনপুর চরের নাকফোড় মণ্ডলের করুণ কাহিনী আমাদের হতবাক করেছে। পুলিশ অত্যাচারী হলে গ্রামের মানুষ প্রতিকার চাইবে কার কাছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ৭ জুলাই সন্ধ্যায় মালদহের গোলাপগঞ্জ থানার এক অফিসার কয়েকজন পুলিশ নিয়ে নাকফোড়ের বাড়ী তল্লাসী শুরু করে। তল্লাসীর নামে তারা বাড়ী থেকে গয়না, বাসন এবং নগদ হাজার পাঁচেক টাকা নিয়ে যায়। তাদের এই জুলুমের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নাকফোড়ের স্ত্রী ও বৃদ্ধা মা পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হন। পরে নাকফোড় মণ্ডলের বৃদ্ধ পিতা জ্যোতিষ মণ্ডল ও এক আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। কিন্তু ৯ জুলাই পর্য্যন্ত নাকি তাঁদের কোর্টে চালান দেওয়া হয়নি। নাকফোড়ের স্ত্রী ঐ ঘটনা ফরাক্কা থানায় গত ৮ জুলাই লিখিতভাবে জানানো সত্ত্বেও কোন প্রতিকার হয়নি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কয়েকজন পরিচিত সমাজবিরোধীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করার ফলেই নাকি সুপরিকল্পিতভাবে এই পুলিশী অত্যাচার চালানো হয়। তাঁরা আরও জানালেন—সমাজবিরোধী বলে পরিচিত শ্রীপতি মণ্ডল, বিশু মণ্ডল, সুফল মণ্ডল, বীরেন মণ্ডল প্রভৃতি আরো কয়েকজনের বিরুদ্ধে নানা অত্যাচারের ঘটনা ফরাক্কা থানায় তাঁরা বেশ কিছুদিন যাবৎ জানিয়েছেন। নথিভুক্ত ডাইরীর নম্বরও তাঁরা জানান। ডাইরী নং ১৫৭, ৭৩০, ৫৬১, ৮৫৯, ১০১, ১৬০, ১৫০, ২৮২, ২০১, ৬৬২ তারিখ যথাক্রমে ৮৬ সালের ৫-৩, ২১-৩, ১৮-৪, ৩১-৫, ৪-৬, ৬-৬, ৯-৬ ১০-৬, ১৪-৬ ও ১০-৬। এইসব সমাজবিরোধীরা প্রকাশ্যে বোমা, পিস্তল প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে ফরাক্কা থানার প্রায় গ্রামেই অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি মালদহ জেলার ফরাক্কার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মানুষও এদের অত্যাচারে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। গ্রামের মানুষেরা আরো (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

প্রয়োজনীয় কোন ফর্ম নাই—মামলার দিন পড়ছে

রঘুনাথগঞ্জ : বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া সংবাদে জানা যায় জঙ্গিপুর বিচার বিভাগীয় ও দেওয়ানী আদালতগুলিতে অতি প্রয়োজনীয় ফর্মের অভাব চলছে বেশ কিছু দিন ধরে। এমন কি সাক্ষী বা আসামী তলবের মত জরুরী ফর্মও পাওয়া যাচ্ছে না বলে এ্যাডভোকেটদের কাছ থেকে অভিযোগ আসছে। ফর্মের অভাবে মামলা মোকর্দমার কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ায় মামলাগুলির দিন ফেলতে হচ্ছে। তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে জনসাধারণকে। অযথা অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে, আর দিনের দিন আদালতে হাজিরা হওয়ার ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে। জনৈক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এ্যাডভোকেট জানালেন—কোর্টে নাকি লেখার কালি, পেন, কাগজের অভাবও তুঙ্গে। আদালত থেকে যথাবিহিত আবেদন উর্দ্ধতন বিভাগে পাঠিয়েও সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে না। সুষ্ঠু ব্যবস্থা কবে ফিরে আসবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলতে পারছেন না।

জামিন নাকচ আসামী বরযাত্রীর আদরে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ সম্প্রতি খুনের মামলায় জড়িত জামিন নাকচ আসামী কালু খাঁকে হাসপাতালের বাইরে চায়ের দোকানে বিনা প্রহরায় চায়ের আড্ডায় বসে থাকতে দেখে শহরের মানুষ হতবাক। সংবাদ নিয়ে জানা গেল আসামী কালু খাঁকে অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে জেল হাজত থেকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। স্থানীয় এস, ডি, এম, ও সাবডিভিশনাল পুলিশ অফিসারের নির্দেশে জেলে কালু খাঁকে পরীক্ষা করে (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

প্রশাসনিক রদবদল

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জঙ্গিপুরের এস, ডি, ও ত্রিলোচন সিং বারাসতের এ, ডি, এম এর দায়িত্বে গত সপ্তাহে এখান থেকে চলে গেছেন। তাঁর পদে জলপাইগুড়ি থেকে এখানে আসছেন কুমারী রীন চেন টেমপো।

জঙ্গিপুরের এস, ডি, পি ও জে, পি, সিনহা কাটোয়ায় এস, ডি, পি ও-র পদে বদলি হয়েছেন। এখানে তাঁর পদে যোগ দিয়েছেন কাটোয়ার এস, ডি, পি ও বি, চক্রবর্ত্তী।

রঘুনাথগঞ্জ থানার ও, সি ফণী সরকার বারাসতের সারকেল ইন্সপেক্টরের পদে যোগ দিয়েছেন। এখানে কোন নতুন ওসি এখনও আসেননি।

পাটের দর বৃদ্ধির দাবীতে বন্‌ধ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৭ আগষ্ট পাটের দর বৃদ্ধির দাবীতে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমার শহরগুলিতে বন্‌ধ পালিত হয়। এবারের বন্‌ধে শুধু দোকানপাট, হাটবাজার,, যানবাহন, স্কুল-কলেজ, রাজ্য সরকারের অফিস আদালতই (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

১৯৮৬ সালের নতুন চা—গৌহাটী, শিলিগুড়ি ও কলকাতার বাজার দরের সাথে সমতা রক্ষা করে চা ভাণ্ডারে পাওয়া যাচ্ছে "পাইকারী চা"। বেকার ও নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ভ্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯৩ সাল

অশনি-সংকেত

দুইটি সোচ্চার ধ্বনি বর্তমানে সারা দেশে শ্রুত হইতেছে। আমরা এই ক্ষীণপ্রাণ পত্রিকায় ইহার আলোচনা করিতে গেলে লোকে মনে করিতে পারেন—'বামন হইয়া চাঁদে হাত'। একটি মহকুমা শহর—এক ক্ষুদ্র স্থান রঘুনাথগঞ্জ বা জঙ্গিপুর, সেখান হইতে প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র পত্রিকায় এক সর্বভারতীয় পরিস্থিতির আলোচনা যাহা নামীদামী পত্রিকায় চলে, কেমন যেন বেমানান. তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের আলোচনা ত 'ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুতে দেয় ইন্দ্রধনুর শোভা' হইলে ক্ষতি কি? সুতরাং সর্বভারতীয় ব্যাপার এই নগণ্য সাপ্তাহিকে প্রকাশ পাইলেও হানিকর কিছু হয় না।

যে সোচ্চার ধ্বনির কথা বলিতেছিলাম। এই ধ্বনি দাবীর ও ধিক্কারের। একদিকে নানাবিধ দাবী এবং সেই দাবী পূরণের জন্য নানা প্রকার ক্রিয়াকলাপ। এইসব ক্রিয়াকলাপ দেশের সুস্থতার অবসান ঘটাইতেছে। অপর দিকে উল্লেখিত দাবী এবং ক্রিয়াকলাপের জন্য বহু নিন্দাবাদ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দাবী এবং ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত।

প্রকৃত তথ্য এই যে, দেশময় বিচ্ছিন্নতাবাদের নানা দাবী উঠিয়াছে। পাঞ্জাবে খলিস্তান, মিজোরামে স্বতন্ত্র, দার্জিলিং-কালিম্পং-কার্শিয়াং-তে গোর্খাস্তান, অরুণাচল প্রদেশে (যাহা ভারতের সীমানায়) 'চীনীস্তান' (যদিও ইহা এক রকম আগ্রাসন), আমেদাবাদ-গুজরাট-মহারাষ্ট্রে অশান্তিবিধান—ইত্যাদিতে ভারত আজ জর্জরিত। ফলতঃ এইগুলির মোকাবিলা করিতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যাহা দেশের বিবিধ উন্নয়নের কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রতি পদে ব্যাহত করিতেছে। সুতরাং এই সব দাবী পূরণের জন্য দেশময় উগ্রপন্থীদের কাজকর্ম এমন দুর্বার গতিতে চলিয়াছে যে, তাহার দমন হয়ত সুদূরপরাহত।

উগ্রপন্থীদের ষড়যন্ত্রের জাল সারা দেশে যেভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে, বোধকরি, তাহার তুলনা হয় না। পাঞ্জাব সমস্যার সমাধান কিছুই হইতেছে না, বরং এখানে-সেখানে হত্যার নারকীয় লীলা চলিতেছে। তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ গত রবিবার অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল বৈদ্যকে হত্যা. যে হত্যার হুমকি পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল আর তাহার জন্য কোনও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা লওয়া হয় নাই বলিয়াই অনুমান। হত্যার স্থান উগ্রপন্থীদের নিজ এলাকায় নয়। সুতরাং ভারতের সর্বত্র ইহারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে নানাভাবে বিব্রত ও বিপর্যস্ত করিতে আগাইতেছে। মিজোরামের খ্যাতিমান বিদ্রোহী নেতার সহিত আপোসরফা হইল, উগ্রপন্থী মিজোরা অস্ত্র সমর্পণ করিল (যাহা 'চক্ষুধাবন' অর্থাৎ আই-ওয়াশ), কতটুকু কী সুরাহা হইল ভবিষ্যতে তাহা দেখিবার। গোর্খাস্তান লাভের ব্যাপক প্রয়াসকে বিচ্ছিন্নতাবাদের ধিক্কারবাণী শুনিতে হইতেছে। কিন্তু নিবৃত্তির লক্ষণ কোথায়? অরুণাচলে ভারতীয় ভূখণ্ডে চীনের মৌরসীপাট্টা লাভের জন্য দুর্গম পার্বত্য এলাকায় ভবিষ্যৎ সামরিক তৎপরতা চালাইবার (প্রয়োজন হইলে) সর্বপ্রকার প্রাক প্রস্তুতি (হেলিপ্যাড নির্মাণ, সংযোগরক্ষাকারী সড়ক নির্মাণ এবং তজ্জনিত সংসদীয় 'শেম শেম' সত্ত্বেও চীনের 'ক্লেম' এর হেরফের হইবে না। অতঃপর ভবিষ্যৎ কোনও আপোস রফার অপেক্ষা। দাঙ্গাহাঙ্গামায় ব্যস্ত পশ্চিম ভারত মাঝে মাঝে হত্যালীলায় মাতিয়া উঠিতেছে, কিন্তু নিন্দাধ্বনি বর্ষিত হইলেও তাহার নিবৃত্তি ঘটে নাই।

এই সমস্ত রাজসিক আয়োজনের একটি মাত্র লক্ষ্য এই যে, ভারতের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে যেমন করিয়া পারা যায়, দুর্বল করিয়া দিয়া আপনাদের আখের গুছাইয়া লওয়া! আর সেইজন্য আজ ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন দুইটি জিনিস—১) অত্যন্ত সুদক্ষ গোয়েন্দা বিভাগ এবং ২) দেশের ক্ষতিকর ক্রিয়াকলাপ সাধনকারীদের অর্থাৎ উগ্রপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দৃঢ়হস্তে দমন। নতুবা 'শান্তির ললিতবাণী শুনাইবে তারে ব্যর্থ পরিহাস' এবং আসিবে 'দশের সর্বনাশ'।

গ্রামাঞ্চলে চাষের ধুম

আগের প্রতিবেদনে লিখেছিলাম, 'নাই বস নাই'। গতবার গেছে অনাবৃষ্টি, অজন্মা, বছরের শুরুতে এবারও ছিল তেমনি ইঙ্গিত। শেষ পর্যন্ত বরুণদেবের কৃপায় তীব্র দহন থেকে মুক্তি পেল মহকুমা তথা সারা বাংলা। শ্রাবণের প্রথমেই নেমেছে বরষা। ভরসায় বুক বেঁধে চাষীরা নেমে পড়েছেন। মাঠে মাঠে চাষের ধুম। বাড়ালা, জরুর, সেওা, বন্তেশ্বর, জামুয়ার, মিঠিপুর, তেঘরি, নিস্তাতালাই, দফরপুর, রাজানগর, রাণীনগর মির্জাপুর, মনিগ্রাম, সাগরদীঘি, এমনকি ছাবঘাটি, সবেশ্বরপুর থেকেও এসেছে বৃষ্টির সংবাদ। রঘুনাথগঞ্জ থেকে সাগরদীঘির বা জাতীয় সড়কের দুপাশে যতদূর চোখ যায়—সবুজের সমারোহ।

গতবছর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়েছিল, এবার আর কারো তর সইছে না। ৭০-৮০ শতাংশ পোঁতার কাজ শেষ। ভাদইও পাকার মুখে। বহুদিন পর চাষীমজুর—সবার মুখে হাসি।

চাষীর সেই হাসিমুখেও কোথায় যেন একটু কিন্তুর ছোঁয়া দেখলাম অনেক গ্রামেই। কথা বলতেই তাঁরা জানালেন, ধান পোঁতার জন্য এত মজুরি দিতে হয়নি কখনও। কুড়ি টাকা এবং একবার খাবার, নিদেন পাঁচশ আটা। বলদের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। চোখের সামনে দিয়ে দেশের বলদ চলে যাচ্ছে চোরাপথে বাংলাদেশে নির্মম পরিণতির জন্য। প্রশাসন নীরব। লাঙল ভাড়া করতে গেলেও দৈনিক পঞ্চাশ। সারের দাম বেড়েই চলেছে। অথচ তার মানেও অনিশ্চয়তা। সর্বোচ্চ মূল্যের বহুল বিজ্ঞাপিত ডি, এ, পি সারে নাইট্রোজেনের ভাগ কম, পটাসিয়াম নেই এবং মাত্রাতিরিক্ত ফসফরাস। অথচ বিশেষজ্ঞরা তো বলছেন, সাধারণ জমিতে এই তিনটি পদার্থেরই প্রয়োজনীয়তা সমান।

তাই সব মিলে এত সুখের মধ্যেও চাষীর বুকে কোথায় যেন একটা চিনচিনে ব্যথা, সন্দেহ। ফসলের যা দাম পাব, খরচ উঠবে তো? তারপর এই তো শুরু। সামনের মাসগুলো পড়েই আছে। মাঝে মাঝে বরুণদেব দয়া করে পার করে দেবেন তো? বেশীর ভাগ গ্রামেই সেচের ব্যবস্থা নেই। নেই শস্যবীমা। অতএব ভগবান ভরসা। গতবার তাঁর দয়া হয়নি, সারা বছর দেনার বোঝা টানতে হয়েছে।

আর এক সমস্যা মাঠের শাসন বা পরিচালন ব্যবস্থা। ফসলের ওপর, এমনকি বীজতলার ওপরও পশুর অত্যাচার। এক শ্রেণীর লোভী দুর্ধর্ষ মানুষ সুপরিকল্পিতভাবে এর সঙ্গে জড়িত। আগালদাররা অসহায়, অথচ পাঁজা তোলার সময় তাদের দাপট দেখে কে? একটার জায়গায় দুটো কাবারের জন্য জবরদস্তি। গ্রামাঞ্চলে এত বেকার। অনেকে সামান্য সরকারী ভাতাও পান। ভাতা কিছু বাড়িয়ে দিয়ে সরকার উদ্যোগে তাঁদের দিয়ে কি স্থায়ীভাবে মাঠ শাসনের কোন ব্যবস্থা করা যায় না?

এত সমস্যার মধ্যেও বরষা এসেছে। অতএব পরিণতি যাই হোক চাষ চলছে, চলবেই। চাষীর চোখে লেগে থাকবেই অভ্রাণের সোনালী স্বপ্ন।

অনুপ ঘোষাল

নব্বই দশকের অপ্রকাশিত গল্প

গিরি বস্ত্রাবৃত নিষাদ

নিষাদের দেশ। বেশ বড় রাজ্য। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন রোহিতবর্মা। তিনি মানুষ হিসেবে খুব খারাপ ছিলেন না। তার সেনাপতি নিষাদ দলপতি নীলকান্তর দাপট ছিল রাজ্যে সকলের চেয়ে বেশী। এমনকি রাজাও তাকে ভয় করে চলতেন। কারণ অবশ্য অন্যকিছু নয় কারণ হলো নীলকান্ত ছিলেন নিষ্ঠুর এক শিকারী। পশুহত্যাতো দূরের কথা নরহত্যা করতেও তার হাত এতটুকু কাঁপতো না। রাজা রোহিত বর্মা নীলকান্তকে পছন্দ না করলেও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস করতেন না। আবার অন্যদিকে নীলকান্ত রোহিত বর্মাকে অপদার্থ ভাবলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনে নামতেন না, কেননা তিনি বুঝেছিলেন রোহিত বর্মা ভীরু মানুষ তাঁকে দিয়ে নীলকান্ত অনেক অন্যায় কাজও করিয়ে নিতে পারবেন। দিন কাটছিলো ভালই। কিন্তু কালের প্রবাহে, সভ্যতার পরিবর্তনে নিষাদ রাজ্যেও আলোড়ন জাগলো। দেশের মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো নীলকান্তের নৃশংসতার বিরুদ্ধে। রাজা রোহিত বর্মার বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহ ঘনীভূত হলো। হতবুদ্ধি রাজাকে সাহস দিয়ে নীলকান্ত (৩য় পৃষ্ঠায়

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

সাগরদীঘি : গত ২ আগষ্ট, দুপুরে মনিগ্রামের মাঠে ধান পোঁতার সময় বজ্রাঘাতে জনৈক অসীম মণ্ডল (১৮) ও তরণী মাল (১৯) মারা যায়। উভয়েই অবিবাহিত ও পরোপকারী যুবক ছিল। এই নিয়ে কয়েক বছরের মধ্যে মনিগ্রামে ৬।৭ জন বজ্রাঘাতে মারা গেল বলে খবর।

ধানী জমি বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার ঘোড়শালা মাঠে ১৮ বিঘা উৎকৃষ্ট ধানী জমি বিক্রয় আছে। যোগাযোগ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফরাক্কায় ভাড়াসহ (মাসিক ২১০০) একটি R/H জীপ সত্বর বিক্রয় আছে, যোগাযোগ করুন।

অনিল কর্ম্মকার
(সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা।

বেরা উৎসব

এষ্টেট ম্যানেজার, মুর্শিদাবাদ এষ্টেট হতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, মুর্শিদাবাদের প্রাক্তন নবাবদের দ্বারা প্রবর্তিত "বেরা' উৎসব আগামী ২৮ আগষ্ট মুর্শিদাবাদের কেল্লা সংলগ্ন গঙ্গাবক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। (জেলা তথ্য)

বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ২ নং ওয়ার্ডে (বাবু বাজার) একখানি দ্বিতল পাকা বসত বাটী বিক্রয় হইবে। অনুসন্ধান করুন।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(নিরালা হোটেলের সন্নিকটে)

হারাইয়াছে

জঙ্গীপুর গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের লক্ষ্মীকুলগাছী এস, কে, ইউ, এস, এর একটি রশিদ বই হারিয়ে গেছে। ৫৭০০'০০ টাকা যার A/C No. F/১২০৯। বইটি কেউ পেলে অত্র অফিসে জমা দিবেন।

মোঃ আমজাদ আলি
(সভাপতি)

জন্মনিয়ন্ত্রণের সাময়িক পদ্ধতি সম্পর্কিত বিশেষ কর্ম্মসূচী

(১৫ই জুলাই থেকে ৩১শে আগষ্ট, ১৯৮৬)

- সবদেশেই জন্মনিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনার জন্য সাময়িক পদ্ধতির অবদান অসামান্য।
- স্থায়ী পদ্ধতি সকলের জন্য নয়, কিন্তু সাময়িক বা অস্থায়ী জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিয়ের রাত থেকেই জরুরী।
- পুরুষের ক্ষেত্রে একান্ত নির্ভরযোগ্য অস্থায়ী পদ্ধতি হলো নিরোধ বা কণ্ডোম।
- মায়েদের ক্ষেত্রে খাওয়ার বড়ি ও আই, ইউ, ডি (লুপ বা কপার-টি) নির্ভরযোগ্য অস্থায়ী পদ্ধতি।
- বিবাহের পর ইচ্ছামত সন্তান লাভের জন্য এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য প্রথম সন্তান ও দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের মধ্যে কমপক্ষে তিন/চার বছরের ব্যবধানের জন্য সাময়িক পদ্ধতি বহুল ব্যবহার প্রয়োজন।
- বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে দুই সন্তানের জন্মের মধ্যে ব্যবধান যত বেশী হয় শিশু মৃত্যুর হার ততই কমে।

আপনার নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে বা যে কোন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।

মাস মিডিয়া, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পঃ বঃ সরকার হইতে প্রচারিত ও মুদ্রিত।

ডাকাতের হাতে গৃহস্বামী প্রহৃত

মির্জাপুর : গত ৯ই আগষ্ট রাত্রে গনকর গ্রামে এসতার সেখের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। দুর্বৃত্তরা গৃহস্বামীকে মারধোর করে নগদ কয়েক হাজার টাকা, সোনা ও বেশ কিছু কাঁসার বাসনপত্র নিয়ে যায়। পুলিশ তদন্ত শুরু হলেও এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী

পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর মাধ্যমে সন্তান জন্মের সময়ের ব্যবধান বাড়াতে ব্যাপক প্রচারাভিযানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রচারাভিযান গত ১৫ জুলাই সারা দেশে শুরু হ'য়েছে এবং চলবে পরবর্ত্তী ছয় সপ্তাহ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে এই অভিযান সফল ক'রে তুলতে অনুরোধ জানিয়েছে। পরিবার কল্যাণে নিযুক্ত স্বেচ্ছা-সেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই অভিযান জোরদার ক'রে তুলতে আহ্বান জানান হয়েছে। সকল হাসপাতাল ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে পরামর্শ দান ও সহায়তা দিয়ে সকলকে কর্মসূচীর দিকে আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে বলা হ'য়েছে।

(নিউজ ব্যুরো)

ট্রেনের নীচে আত্মহত্যা

সাগরদীঘি : এই থানার হড়হড়ি গ্রামের মীর আনোয়ার আলি (৪০) গত ১৩ আগষ্ট চলন্ত ট্রেনের নীচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। গ্রামবাসীসূত্রে প্রকাশ, কিছুদিন থেকে আনোয়ার নেশা করায় পারিবারিক অশান্তি দেখা দেয় এবং তার ফলেই এই আত্মহত্যা।

অপ্রকাশিত গল্প

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বললো—মহারাজ আপনি আমার বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'য়ে প্রজাদের সঙ্গে যোগ দিন। এরপর বিদ্রোহ কমে গেলে রাজত্বে স্থিরতা এলে আবার আমরা একত্রিত হবো। ততদিনে আমিও আমার ভোল পাল্টিয়ে সাধু সেজে প্রজাদের মনে আমার প্রতি ভালবাসা টেনে আনতে পারবো। যেমন কথা তেমনি কাজ। রাজা রোহিতবর্মা প্রজাদের নেতাদিকে ডেকে বললেন—আপনারাই তো আমার বন্ধু, আমার সহায়। আমাকে রাজা করতে না চান, ছুঁড়ে ফেলে দিন। আমি রাজত্ব চাই না, শুধু আপনাদের বন্ধুত্ব চাই। প্রজারাও হায় হায় করে উঠলো। বললো—না, না, আপনিই আমাদের রাজা, আপনি থাকুন। বিদ্রোহ দমিত হ'লো। ওদিকে নীলকান্ত করলো কি এক সন্ন্যাসীকে অন্য শহর থেকে ধরে এনে তাঁর চরণপ্রান্তে বসে গেরুয়া বস্ত্রে সর্বাঙ্গ আবৃত ক'রে শুধুই ভগবানের নাম করে। সাধুবাবার সাথে সাথে রাজ্যের সব প্রজার ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে বলে—আমি চাই তোমরা সবাই ভগবানের ভক্ত হও। ভগবৎ আরাধনাই জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এতদিন যা ক'রেছি, পশুহত্যা, নরহত্যা, তারজন্য আমি অনুতপ্ত। তোমরা আমার সহায় হও, আমি তোমাদের সেবার জন্য আশ্রম করে দেবো, মন্দির বানাবো আর তোমরা অধিকার দিলে তোমাদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবো। সকল প্রজা নীলকান্তের এই পরিবর্ত্তনে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর জয়ধ্বনী দিয়ে তাকেই সেবাশ্রমের সর্বাধি-নায়করূপে ঘোষণা করলো। তারপর আর কি। বিদ্রোহ দমিত হ'লো। রাজা রোহিত বর্মা রাজা থাকলেন। গিরিবস্ত্রে আবৃত নিষাদ সেনাপতি নীলকান্ত সেনাপতিও রইলো। প্রজাদের অবর্ত্তমানে রাতের আঁধারে রাজা আর সেনাপতির সে কি হাসি। নীলকান্ত বলেন—রাজা দেখলেন বুদ্ধি। কেমন বোকা বানালাম সবাইকে। তারপর.....।

আমার কথা ফুরালো,
নটে গাছটি মুড়ালো।

জঙ্গিপুর পৌর সাংস্কৃতিক উৎসব—১৯৮৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এক সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র ভবনে। প্রতিযোগিতামূলক এই উৎসব হবে ১২-১৪ সেপ্টেম্বর। নাম জমা দেবার শেষ দিন ২৮শে আগষ্ট। যোগাযোগের ঠিকানা—ব্লক যুব অফিস, রঘুনাথগঞ্জ-১নং ব্লক, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

গ্রামের বাতাসে আতঙ্ক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানান, এরা বাংলাদেশের সাথে চোরা চালানেও যুক্ত। পুলিশ সবই জানে, তবু গোপন আঁতাতের ফলে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালে অভিযোগকারীর উপর পুলিশী জুলুম বাড়ে। তাই একদিকে পুলিশ আর অন্যদিকে সমাজবিরোধীর এই সাঁড়াশী আক্রমণে শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসী পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। বেশী প্রতিবাদ করলে সকলের অবস্থাই হবে নাকফোড় মণ্ডলের মত—জানালেন এক বৃদ্ধ গ্রামবাসী। তাঁদের ক্ষোভ—প্রশাসনের উচ্চ মহল থেকে যদি এর কোন ব্যবস্থা শীঘ্র না নেওয়া হয় তবে গ্রাম ছেড়ে, ভিটামাটি ছেড়ে শুধু প্রাণ বাঁচাতেই নয় পারিবারিক ইজ্জত বাঁচাতে অন্যত্র পালাতে হবে। আর না হয় সমাজবিরোধীদের অত্যাচার ও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা রুখতে নিজেদের হাতে আইন তুলে নিতে হবে।

বন্‌ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বন্ধ থাকেনি, কোন রকম জোর জবরদস্তি না করেই ডাক-তার, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ব্যাঙ্ক সবকিছুই নিশ্চল ছিল। মোট কথা এই বন্‌ধ সফল করতে বামফ্রন্টের শরীক দলগুলোকে কোন রকম ঝামেলা পোহাতে হয়নি। তাঁরা মিছিল, স্কোয়াড, পোষ্টারিং যে টুকু করেছেন তা আগামী নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে সংগঠনকে চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে।

আসামী বরযাত্রীর আদরে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নাকি রিপোর্ট দেন কোনরূপ দেরী না করে তাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা দরকার, না হলে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হতে পারে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই তাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। এ ঘটনা স্বাভাবিক ও মানবিক। কিন্তু স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন, খুনের ঘটনায় জড়িত জামিন না পাওয়া বিচারাধীন আসামীকে কি

বাংলাদেশী কাপড়

জঙ্গিপুর : সম্প্রতি স্থানীয় বস্ত্র ব্যবসায়ী প্রবীর চক্রবর্ত্তীর বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে কাস্টমসের লোকেরা লক্ষাধিক টাকার বাংলাদেশী কাপড় উদ্ধার করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ—এই এলাকার প্রায় ব্যবসায়ীর গুদামে বাংলাদেশের কাপড়, নারকেল তেল, সার, সিগারেট, সাবান, রেডিও, টেপ মজুদ আছে। এবং জঙ্গিপুর শহর বর্তমানে বাংলাদেশী মাল আদান প্রদানের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারান্টিসহ
বিক্রেতা :
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বি দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

পুলিশ প্রহরা ব্যতিরেকে যত্রতত্র বিচরণ করার অধিকার দেওয়া যায়। কিংবা কেউ ইচ্ছা মতো তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে বা আড্ডা জমাতে পারে? এ ব্যাপারে আদালতের অনুমতি নেওয়ারও কি প্রয়োজন নাই? হাসপাতালের বেশ কিছু রোগী আমাদের প্রতিনিধির কাছে অভিযোগ করেছেন, যখন তখন কালু খাঁয়ের কাছে লোকজন আসায় ও অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্পগুজব করায় তাঁদের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। তাঁদের আরো অভিযোগ—অন্য কোন আসামীর ক্ষেত্রে হাসপাতাল বা পুলিশ কর্তাদের এ রকম উদারতা দেখা যায় না। স্থানীয় মানুষের আরো প্রশ্ন—স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী ও এস, ডি, এম, ওর স্নেহভাজন কালু খাঁ কি সত্যিই অসুস্থ না তাকে জেলের বাইরে রাখার জন্য এই ধরনের কৌশল নেওয়া হয়েছে? উল্লেখ্য কালু খাঁ কংগ্রেস দলের একজন সক্রিয় কর্মী। মাননীয় আদালত এ সম্বন্ধে আইনানুগ অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য
সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার
এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।
সহজ কিস্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

দাস ব্যাটারী কোং
প্রোঃ মদনমোহন দাস
ষ্টোরেজ ব্যাটারী ও ব্যাটারী প্লেট প্রস্তুতকারক
(১৫ মাসের গ্যারান্টি দেওয়া হয়)
উমরপুর, পোঃ ষোড়শালা;
জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : আর জি জি ১৫৫

গেঞ্জি ফ্যাক্টরী বিক্রী
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় একটি চালু গেঞ্জি ফ্যাক্টরী বিক্রি আছে। অনুসন্ধানের ঠিকানা—
সাহা ক্লথ ষ্টোর
প্রোঃ প্রভাতকুমার সাহা
রঘুনাথগঞ্জ, বাজারপাড়া

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথে VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।